



48969 - ঈদুল ফতিররে তাকবীর কখন শুরু হবে এবং কখন শেষ হবে

প্রশ্ন

ঈদুল ফতিররে তাকবীর কখন শুরু হবে এবং কখন শেষ হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

রমযান মাসের সমাপ্তিলগ্নে আল্লাহ তাআলা বান্দার জন্য তাকবীর দওয়ার বধিান দিয়েছেন। তিনি বলেন: "তিনি চান তোমরা সংখ্যা পূরণ কর এবং তিনি যে তোমাদেরকে নির্দেশনা দিয়েছেন সে জন্য তাকবীর উচ্চারণ কর (আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা কর) এবং যাতো তোমরা শোকর কর।"[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৮৫] তাকবীর উচ্চারণ কর মানো: তোমাদের অন্তর দিয়ে ও মুখ দিয়ে আল্লাহর মহত্ব ঘোষণা কর। সটে তাকবীরের শব্দাবলীর মাধ্যমে হতে পারে। যমেন আপনি এভাবে বলতে পারেন:

الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر ، الله أكبر ، والله الحمد

(উচ্চারণ: আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্লাহি হামদ)(অনুবাদ: আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান। আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নহে। আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।)

কথিবা আপনি তিনিবার করে এভাবেও বলতে পারেন:

الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله . والله أكبر ، الله أكبر ، والله الحمد

(উচ্চারণ: আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্লাহি হামদ)(অনুবাদ: আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান। আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নহে। আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।)

সবই জায়যে।

জমহুর আলমেরে নকিট এই তাকবীর দওয়া সুননত। এটিনির-নারী উভয়ের জন্য সুননত; মসজদিসমূহে, বাড়ী-ঘরে এবং হাটে-



বাজারে।

পুরুষরো উচ্চস্বরতে তাকবীর দবিনে। আর নারীরা চুপে চুপে তাকবীর দবিনে। কনেনা নারীরম তার কণ্ঠস্বর নীচু রাখার আদেশে দোয়া হয়েছে। এজন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "যখন তোমাদের নামাযে সন্দেহপূর্ণ কিছু ঘটবে তখন পুরুষরো তাসবহি পড়বে। আর নারীরা তালি দবিনে"।

তাই নারীরা তাকবীর বলবে গোপনে। পুরুষরো বলবে উচ্চস্বরতে।

তাকবীর বলা শুরু হবে ঈদরে রাতরে সূর্য ডোবা থেকে; যদি সূর্য ডোবার আগহে জানা যায় যে, শাওয়াল মাস প্রবশে করছে; সটো এভাবে যে, মানুষ যদি মাসরে তরশিদিন পূর্ণ করে। কথিবা শাওয়াল মাসরে চাঁদ দেখা যাওয়ার মাধ্যমে। আর তাকবীর দোয়া শেষে হবে ঈদরে নামায আদায় করার মাধ্যমে। অর্থাৎ মানুষ যখন ঈদরে নামায শুরু করবে তখন তাকবীর দোয়ার সময় শেষে। [মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে উছাইমীন (১৬/২৬৯-২৭২)]

ইমাম শাফয়ৌ "আল-উম্ম" গ্রন্থে বলেন:

আল্লাহ তাআলা বলেন: "তিনি চান তোমরা সংখ্যা পূর্ণ কর এবং তিনি যে তোমাদেরকে নরিদশেনা দিয়েছেন সে জন্ম তাকবীর উচ্চারণ কর।"

আমি কুরআনের জ্ঞানরে ব্যাপারে যে আলমেরে প্রতি সন্তুষ্ট তার থেকে শুনছে যে, তিনি বলেন: তোমরা সংখ্যা পূর্ণ কর অর্থাৎ রমযান মাসরে রোযার সংখ্যা। তিনি যে তোমাদেরকে নরিদশেনা দিয়েছেন সে জন্ম তাকবীর উচ্চারণ কর। অর্থাৎ মাস পূর্ণ করার সময় তিনি যে তোমাদেরকে নরিদশেনা দিয়েছেন সে জন্ম তাঁর বড়ত্বরে ঘোষণা দাও। মাস পূর্ণ করা হচ্ছে- রমযান মাসরে সর্বশেষে দিনের সূর্য অস্ত যাওয়া।

এরপর শাফয়ৌ বলেন:

যখন লোকরো শাওয়ালরে চাঁদ দেখবে তখন আমি পছন্দ করি যে, তারা দলবদ্ধভাবে ও আলাদা আলাদাভাবে মসজিদে, বাজারে, রাস্তাঘাটে, বাড়ীঘরে, সফররত অবস্থায়, মুকীম অবস্থায়, সর্বাবস্থায়, যখনই থাকুক না কেনে তাকবীর দবিনে। এবং উচ্চস্বরতে তাকবীর দবিনে। এভাবে তারা প্রত্যুষে ঈদগাহে আসা পর্যন্ত তাকবীর দতিনে থাকবে। এমনকি প্রত্যুষরে পর ইমাম নামায পড়তে আসা পর্যন্ত তাকবীর দতিনে থাকবে। এরপর তারা তাকবীর বন্ধ করবে।

এরপর তিনি সাঈদ বনি মুসায়যবি, উরওয়া বনি যুবাইর, আবু সালাম, আবু বাকর বনি আব্দুর রহমান থেকে বর্ণনা করেন যে, তারা ঈদুল ফতিররে রাত্রে মসজিদে উচ্চস্বরতে তাকবীর দতিনে।

উরওয়া বনি যুবাইর ও আবু সালাম বনি আব্দুর রহমান থেকে এটাও বর্ণিত আছে যে, তারা দুইজন যখন ঈদগাহে যতেনে



তখনও তারা উচ্চস্বরে তাকবীর দতিনে।

নাফে বনি জুবাইর থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি যখন ঈদরে দিনি সকাল বেলো ঈদগাহে যতেনে তখন উচ্চস্বরে তাকবীর দতিনে।

ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি যখন ঈদরে দিনি সকাল বেলো সূর্যোদয়ের সময় ঈদগাহে যতেনে তখন তাকবীর দতিনে; যতক্ষণ না ঈদগাহে পৌঁছনে। এরপর ঈদগাহেও তাকবীর দতিনে থাকতনে যখন পর্যন্ত না ইমাম আসন গ্রহণ করনে। তখন তাকবীর ছড়ে দতিনে।[সংক্ষিপ্ত ও সমাপ্ত]